দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর একশো সত্তর

আত্মার দুর্গ: ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রেক্ষাপটে ঐশ্বরিক সিংহাসনারোহণ ও রূপান্তরের অনুধাবন

Jeff Pippenger

2024-03-31

২০১৪ সালে ইউক্রেনীয় যুদ্ধের সূচনা-কারী শক্তি হিসেবে রাশিয়াকে শনাক্ত করার মূল চাবিকাঠি হলো “দুর্গ,” যা রাজ্যের মস্তক, অর্থাৎ রাজধানী। মানব-মন্দির মস্তক ও দেহ নিয়ে গঠিত। মস্তক হলো উচ্চতর স্বভাব, আর দেহ হলো নিম্নতর স্বভাব। ১৮৪৪ সালে যে “সাত কাল” সমাপ্ত হয়েছিল, তা তখন যিহূদার মস্তক যিরূশালেমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল। যিরূশালেমের মন্দিরে সেই রাজার সিংহাসন অবস্থিত ছিল, যিনি যিরূশালেমের মস্তক, আর যিরূশালেম ছিল যিহূদার মস্তক। মানবতার সঙ্গে দেবত্বের সংযুক্তি, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরপ্রাপ্তিকে উপস্থাপন করে, তাকে “খ্রিষ্টের মন” গ্রহণ করা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মন হলো উচ্চতর স্বভাব, অতএব সেটিই “মস্তক।”

যখন দানিয়েলের দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্তরা সেই স্ত্রীলিঙ্গ কার্যকারক দর্শন দেখেন, যা তাদেরকে খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তিতে পরিবর্তিত হতে প্ররোচিত করে, তখন তারা খ্রিষ্টের মন গ্রহণ করে, যিনি দ্বিতীয় আদম এবং আত্মিক। সেই মুহূর্তে তাদের আক্ষরিক শরীরী মন, যা তারা প্রথম আদমের পতনের পর, যখন তিনি তাঁর সৃষ্টির ক্রম উল্টে দিলেন, তার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল, ক্রুশবিদ্ধ হয়। ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে যে শরীরী মন যুদ্ধ করে, যা তারা জন্মের সময় নিজেদের কোনো পছন্দ ছাড়াই পেয়েছিল, সেটি খ্রিষ্টের মন দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়; এই মন তারা নিজেদের পছন্দে গ্রহণ করে, এবং এটি ঈশ্বরের আইনের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত। তাদের নতুন মন এবং খ্রিষ্টের মন তখন এক মন হয়ে যায়, এবং উভয়ই স্বর্গীয় স্থানে সিংহাসনে একসঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকে। মন্দিরের ভেতরে একটি স্থান আছে যেখানে ঈশ্বরের সিংহাসন অবস্থিত, এবং মানুষ, যাদের ঈশ্বরের স্বরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদেরও মন্দিরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে, যা ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য পরিকল্পিত।

ওই স্থানটি তাদের নিম্ন প্রকৃতিতে নয়, যা উত্তর রাজ্য দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে। এটি সেই স্থানে, যা দক্ষিণ রাজ্য প্রতিনিধিত্ব করে—যেখানে ঈশ্বর তাঁর নাম, অর্থাৎ তাঁর চরিত্র, স্থাপন করতে বেছে নিয়েছিলেন। স্থানটি যিরূশালেম। তবে যিহূদার রাজধানী হিসেবে যিরূশালেম হলো মাথা; আর রাজধানীর সেই মাথা হলেন রাজা। যিরূশালেমকে রাজধানী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল, আবার এটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল সেই স্থান হিসেবে যেখানে ঈশ্বর তাঁর মন্দির স্থাপন করবেন। এরপর তাঁর মন্দিরে তিনি তাঁর সিংহাসন স্থাপন করলেন। দক্ষিণ রাজ্য মানুষের উচ্চতর প্রকৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করে, তবে সেখানে রাজার জন্য একটি বিশেষ সিংহাসনকক্ষও আছে। সিস্টার হোয়াইট সেই স্থানকে 'দুর্গ' বলে উল্লেখ করেছেন। সংজ্ঞা অনুযায়ী, একটি 'দুর্গ' হলো একটি কেল্লা।

> "সমস্ত হৃদয় ঈশ্বরকে দিতে হবে, নচেৎ ঈশ্বরের সত্য জীবন ও চরিত্রে পবিত্রকারী প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হবে। কিন্তু দুঃখজনক সত্য এই যে, অনেকে যারা খ্রিস্টের নাম স্বীকার করে, তারা কখনো সরলতা ও আন্তরিকতায় তাঁকে তাদের হৃদয় সমর্পণ করেনি। খ্রিস্টীয়তার দাবির সামনে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের যে অনুতাপ, তারা কখনো তা

অভিজ্ঞতা করেননি, এবং ফলশ্রুতিতে সত্যের রূপান্তরকারী শক্তি তাদের জীবনে নেই; খ্রিস্টের প্রেমের গভীর, কোমলকারী প্রভাব জীবন ও চরিত্রে প্রকাশ পায় না। কিন্তু ঈশ্বরের পালকে চরানোর কী মহৎ কাজই না সম্পন্ন হতে পারত, যদি উপ-রাখালরা খ্রিস্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হতেন এবং পালের প্রধান রাখালের সঙ্গে সহযোগিতায় ঈশ্বরের জন্য বাঁচতেন! খ্রিস্ট মানুষকে আহ্বান করেন, তিনি যেমন কাজ করেছেন তেমনি কাজ করতে। যারা এতে বিশ্বাস করার দাবি করেন তাদের ব্যবহারিক ধার্মিকতায় সত্যের শক্তি যেমন দেখা যায়, সে বিষয়ে আরও গভীর, আরও শক্তিশালী, আরও প্রভাবশালী সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে। আত্মার মধ্যে উদ্ধারকর্তার প্রেমে থাকলে, যারা নষ্টপ্রায়দের আত্মার জন্য শ্রম করেন তাদের কাজ করার ধরনে একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন আসবে। যখন সত্য আত্মার দুর্গ অধিকার করে, তখন খ্রিস্ট হৃদয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, এবং মানুষ তখন বলতে পারে, 'আমি খ্রিস্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি; তবুও আমি বেঁচে আছি; কিন্তু আর আমি নয়, খ্রিস্ট আমার মধ্যে বাস করেন; আর যে জীবন আমি এখন শরীরে যাপন করি, তা আমি ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসে যাপন করি, যিনি আমাকে ভালোবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছেন।'" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ৯ অক্টোবর, ১৮৯৪।

“আত্মার দুর্গ” সেই স্থান, যেখানে “খ্রিষ্ট সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।” খ্রিষ্টের এই সিংহাসন-আরোহণ সম্পন্ন হয় যখন মাংস স্বভাব ক্রুশবিদ্ধ হয়; এবং পৌলের সংজ্ঞা অনুসারে মাংস স্বভাব হলো নিম্নতর প্রকৃতি, আর সেটিই উত্তর রাজ্য। এই কারণেই উত্তর রাজ্যের ভবিষ্যদ্বাণী কেবল ১৭৯৮ সাল পর্যন্তই পৌঁছেছিল। নিম্নতর প্রকৃতিকে দিব্যত্বের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না; দ্বিতীয় আগমনে চোখের পলকে তাকে পরিবর্তিত হতেই হবে। দক্ষিণ রাজ্য, যার মধ্যে “মস্তক” ছিল—অর্থাৎ যিরূশালেম, এবং “মস্তক” ছিল—অর্থাৎ ধর্মধাম, ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল; কারণ এটি সেই উচ্চতর প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করত, যা মাংস স্বভাবকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য নির্বাচন করতে পারে এবং বিশ্বাসের দ্বারা পরম পবিত্র স্থানের দুর্গে প্রবেশ করে খ্রিষ্টের সঙ্গে সিংহাসনে উপবিষ্ট হতে পারে। যে স্থানে সেই সংযুক্তি এবং সেই সিংহাসন-আরোহণ সংঘটিত হয়, তা মানব-মন্দিরের দুর্গে। একাদশ অধ্যায়ের দশম পদে মস্তককে দুর্গরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে; কিন্তু সেই সত্য কেবল যিশাইয়ের সাক্ষ্যের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়, যা এই দাবি করে যে দুর্গ-সম্পর্কিত (citadel) সত্যকে তার বহিরাগত ও অন্তর্গত প্রয়োগে বুঝতে হবে।

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য হওয়ার কথা। 'আমি জীবনরুটি,' খ্রিস্ট বললেন; 'যে আমার কাছে আসে, সে কখনও ক্ষুধার্ত হবে না; আর যে আমার উপর বিশ্বাস করে, সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।' বিশুদ্ধ, ভেজালহীন সত্যের অভাবে বিশ্ব ধ্বংসের পথে। খ্রিস্টই সত্য। তাঁর বাক্যগুলো সত্য; তাদের উপরিতলে যা দেখা যায় তার চেয়েও গভীর তাৎপর্য রয়েছে, এবং তাদের অনাড়ম্বর বাহ্যিকতার বাইরেও এক মূল্য আছে। পবিত্র আত্মা দ্বারা জাগ্রত মনগুলো এই কথাগুলোর মূল্য অনুধাবন করবে। যখন আমাদের চোখ পবিত্র অঞ্জনে অভিষিক্ত হবে, তখন আমরা সত্যের মূল্যবান রত্নগুলো শনাক্ত করতে পারব, যদিও সেগুলো উপরিতলের নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারে।

সত্য সূক্ষ্ম, পরিমার্জিত, উদাত্ত। যখন তা চরিত্রকে গড়ে তোলে, তখন আত্মা তার দিব্য প্রভাবের অধীনে বিকশিত হয়। প্রতিদিন সত্যকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে আমরা খ্রিষ্টের বাক্য আহার করি, যেগুলিকে তিনি আত্মা ও জীবন বলে ঘোষণা করেছেন। সত্যকে গ্রহণ করা প্রত্যেকে গ্রহণকারীকে ঈশ্বরের সন্তান, স্বর্গের

উত্তরাধিকারী করে তুলবে। হৃদয়ে লালিত সত্য শীতল, মৃত অক্ষর নয়, বরং একটি জীবন্ত শক্তি।

সত্য পবিত্র, ঐশ্বরিক। খ্রিস্টের সদৃশ চরিত্র গঠনে অন্য যেকোনো কিছুর তুলনায় এটি অধিক শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান। এতে আছে আনন্দের পূর্ণতা। যখন এটি হৃদয়ে লালিত হয়, তখন খ্রিস্টের প্রতি প্রেমে যেকোনো মানুষের প্রতি প্রেমের চেয়েও অগ্রাধিকার পায়। এটাই খ্রিস্টধর্ম। এটাই আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম। এভাবে বিশুদ্ধ, অমিশ্র সত্য সত্তার দুর্গে অধিষ্ঠিত হয়। তখন এই বাক্য পূর্ণ হয়, 'আমি তোমাদের একটি নতুন হৃদয়ও দেব, এবং তোমাদের মধ্যে একটি নতুন আত্মা স্থাপন করব।' সত্যের জীবনদায়ী প্রভাবের অধীনে যে বাঁচে ও কাজ করে, তার জীবনে মহত্ত্ব থাকে। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯।

দানিয়েল অধ্যায় এগারোর সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের দর্শনটি শুরু হয় যখন দ্বিতীয় পদে উল্লিখিত ষষ্ঠ ও সর্বাধিক ধনবান রাজা, একাদশ থেকে পঞ্চদশ পদে বর্ণিত মস্তকের সঙ্গে, যা রাশিয়া, সাম্রাজ্যস্যপূর্ণ হয়। সেই ইতিহাসে ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি, সাতের মধ্য থেকে উৎপন্ন অষ্টমে পরিণত হবে, এবং তিনি তখনই শাসন করবেন যখন যুক্তরাষ্ট্রে গির্জা ও রাষ্ট্র একত্রিত হবে, এবং ষোড়শ পদে, অতি সন্নিকটবর্তী রবিবার-আইনে, তাদের অপবিত্র ব্যভিচার পরিণত করবে।

যিনি তখন নিশান হিসেবে উত্তোলিত হবেন, তিনি হিতাশ হবেন এবং সাড়ে তিন দিনের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন—যা দানিয়েলের দশম অধ্যায়ে একুশ দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দানিয়েলের একুশ দিনের শোকের সমাপ্তিতে—যা দুই সাক্ষীর রাস্তায় সাড়ে তিন দিনের মৃত্যুর সমাপ্তি; আর এই দুই সাক্ষী ইজেকিয়েলের উপত্যকার সেই মৃত শুকনো হাড়—একটি ভাববাণীমূলক বার্তা আসে, যা মৃতদের আবার জীবিত করে তোলে। দানিয়েলের দশম অধ্যায়ে সেই প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রথম মাসের চব্বিশতম দিনে, আমি যখন মহান নদীর তীরে ছিলাম, যার নাম হিদ্দেকেল, তখন আমি আমার চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখলাম, সূক্ষ্ম সুতির পোশাক পরা এক ব্যক্তি; তার কোমর উপহারের উৎকৃষ্ট সোনার কোমরবন্ধে বাঁধা ছিল। তার দেহও যেন বেরিল পাথরের মতো, আর তার মুখ বিদ্যুতের ঝলকের মতো; তার চোখ দুটি যেন অগ্নিদীপের মতো, আর তার বাহু ও পা বর্ণে পালিশ-করা পিতলের ন্যায়; আর তার কথার শব্দ ছিল বহুজনের কণ্ঠস্বরের মতো। আর আমি, দানিয়েল, একাই সেই দর্শন দেখলাম; কারণ যারা আমার সঙ্গে ছিল তারা দর্শন দেখেনি, কিন্তু তাদের উপর মহা কম্প পড়ল, ফলে তারা পালিয়ে গিয়ে নিজেদের লুকাল। তাই আমি একা রইলাম এবং এই মহান দর্শন দেখলাম, আর আমার মধ্যে কোনো শক্তি অবশিষ্ট রইল না; কারণ আমার রূপ আমার মধ্যে নষ্ট হয়ে গেল, এবং আমি কোনো শক্তি ধরে রাখতে পারলাম না। তবু আমি তার কথার শব্দ শুনলাম; আর যখন আমি তার কথার শব্দ শুনলাম, তখন আমি মুখ থুবড়ে পড়ে, আমার মুখ ভূমির দিকে, গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেলাম। আর দেখ, একটি হাত আমাকে স্পর্শ করল, যা আমাকে হাঁটু এবং হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে তুলে দিল। সে আমাকে বলল, হে দানিয়েল, অতিশয় প্রিয় জন, আমি তোমাকে যে কথা বলছি তা বুঝে নাও এবং সোজা দাঁড়াও; কারণ এখন আমি তোমার কাছেই পাঠানো হয়েছি। আর যখন সে এই কথা আমার কাছে বলল, আমি কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ালাম। তখন সে আমাকে বলল, ভয় করো না, দানিয়েল; কারণ যে প্রথম দিন তুমি বুঝতে মন স্থির করলে এবং তোমার ঈশ্বরের সামনে নিজেকে দমন করলে, তোমার কথা শোনা হয়েছিল, এবং তোমার কথার জন্যই আমি এসেছি। কিন্তু পারস্য রাজ্যের অধিপতি আমাকে একুশ দিন বাধা দিয়েছিল; তবে দেখ,

> প্রধান রাজপুত্রদের একজন, মীখায়েল, আমাকে সাহায্য করতে এলো; আর আমি সেখানে পারস্যের রাজাদের সঙ্গে থেকে গেলাম। এখন আমি এসেছি যাতে তুমি বুঝতে পারো শেষ কালে তোমার জাতির উপর কী ঘটবে; কারণ এই দর্শন এখনও বহু দিনের জন্য। দানিয়েল ১০:৪-১৪।

একুশ দিনের শোকের শেষে দানিয়েল খ্রিষ্টের দর্শন দেখলেন এবং খ্রিষ্টের বাণী শুনলেন। ঈশ্বরের দৃশ্যমান ও উচ্চারিত বাক্যের সেই দর্শন দুই শ্রেণীর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করল, এবং দানিয়েল 'গভীর নিদ্রায়' থাকায় রাস্তায় মৃতের মতো পড়ে ছিলেন।

> এসব কথা বলার পর তিনি তাদের বললেন, আমাদের বন্ধু লাজারুস ঘুমিয়েছে; কিন্তু আমি যাচ্ছি—তাকে ঘুম থেকে জাগাতে। তখন তাঁর শিষ্যরা বলল, প্রভু, সে যদি ঘুমিয়ে থাকে, তবে সে সুস্থ হবে। কিন্তু যীশু তার মৃত্যুর কথা বলছিলেন; অথচ তারা ভাবল তিনি ঘুমিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার কথা বলছেন। তখন যীশু তাদের স্পষ্ট করে বললেন, লাজারুস মারা গেছে। যোহন ১১:১১-১৪।

তারপর গাব্রিয়েল প্রথমবার দানিয়েলকে স্পর্শ করলেন, এবং তিনি তাকে জানান যে দানিয়েল যখন মৃত—অর্থাৎ নিদ্রিত—ছিলেন, তখন রাজনৈতিক সংগ্রাম চলছিল, এবং এখন তিনি সেই দর্শনের ব্যাখ্যা দিতে চলেছেন, যে দর্শন সদ্য দানিয়েলকে খ্রিস্টের রূপে রূপান্তরিত করেছিল। এরপর তাঁকে দ্বিতীয়বার স্পর্শ করবেন স্বয়ং খ্রিস্ট।

> আর যখন তিনি এমন বাক্য আমাকে বললেন, আমি মুখ ভূমির দিকে নত করলাম এবং নির্বাক হয়ে গেলাম। আর দেখ, মানবপুত্রদের সদৃশ একজন আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করল; তখন আমি মুখ খুলে কথা বললাম এবং যে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল তাকে বললাম, হে প্রভু, এই দর্শনের কারণে আমার বেদনা আমার উপর এসে পড়েছে, এবং আমার মধ্যে কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই। কারণ, এই আমার প্রভুর দাস কী করে এই আমার প্রভুর সঙ্গে কথা বলবে? আমার তো সঙ্গে সঙ্গেই কোনো শক্তি অবশিষ্ট রইল না, শ্বাসও আর আমার মধ্যে রইল না। দানিয়েল ১০:১৫-১৭।

এটি ইজেকিয়েলের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে, অধ্যায় সাতত্রিশে, সমান্তরাল; কারণ উপত্যকার শুষ্ক অস্থিগুলিকে ইজেকিয়েল যে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী শোনাতে বলা হয়, তার মধ্যে প্রথমটি দেহসমূহ গড়ে তোলে, কিন্তু তখনও তাদের শ্বাস নেই, আর তাদের মধ্যে এক মহাবাহিনীর শক্তিও থাকে না। ইজেকিয়েলের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীতেই দেহগুলো চতুর্দিকের বাতাস থেকে শ্বাস গ্রহণ করে এবং এক মহাবাহিনী হিসেবে দাঁড়ায়; আর দানিয়েলকে দ্বিতীয়বার স্পর্শ করা হলে, "আমার মধ্যে কোনো শক্তি রইল না, আমার মধ্যে শ্বাসও আর অবশিষ্ট নেই।" তারপর দানিয়েল আবার স্পর্শিত হন—মোটের ওপর তৃতীয়বার, এবং গ্যাব্রিয়েলের দ্বারা দ্বিতীয়বার।

> তখন আবার একজন, যার রূপ মানুষের মতো, এসে আমাকে স্পর্শ করলেন এবং আমাকে শক্তি দিলেন; এবং বললেন, ‘হে অত্যন্ত প্রিয় পুরুষ, ভয় করো না; তোমার প্রতি শান্তি হোক। বলবান হও, হ্যাঁ, বলবান হও।’ তিনি আমার সঙ্গে কথা বলার পর আমি শক্তি পেলাম এবং বললাম, ‘আমার প্রভু কথা বলুন; কারণ আপনি আমাকে শক্তি দিয়েছেন।’ দানিয়েল ১০:১৮, ১৯।

দানিয়েলের তৃতীয় স্পর্শটি হলো ইজেকিয়েলের দ্বিতীয় ভাববাণী, যা দেহগুলিকে তাদের পায়ে একটি শক্তিশালী বাহিনীর মতো দাঁড় করায়। তাঁর ভাববাণী উদ্দেশে করা হয়েছে এমন এক জনগোষ্ঠীর প্রতি, যারা স্বীকার করে যে তারা মৃত, কারণ তারা শোক পালন করছিল, যেমন

দানিয়েলেও করেছিলেন।

> তখন তিনি আমাকে বললেন, বায়ুর প্রতি ভাববাদ কর, ভাববাদ কর, হে মানুষপুত্র, এবং বায়ুকে বল, “প্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন: হে শ্বাস, চার দিকের বায়ু হইতে এসে এই নিহতদের উপর নিঃশ্বাস দাও, যাতে তারা জীবিত হয়।” তাই তিনি যেমন আমাকে আদেশ করেছিলেন, তেমনই আমি ভাববাদ করলাম; এবং শ্বাস তাদের মধ্যে প্রবেশ করল, তারা জীবিত হল এবং নিজেদের পায়ে দাঁড়াল—অত্যন্ত বৃহৎ এক সৈন্যবাহিনী। তারপর তিনি আমাকে বললেন, “হে মানুষপুত্র, এই অস্থিগুলি ইস্রায়েলের সমগ্র গৃহ; দেখ, তারা বলে, আমাদের অস্থিগুলি শুকিয়ে গেছে, আমাদের আশা নষ্ট হয়েছে; আমরা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।” ইজেকিয়েল ৩৭:৯–১১।

প্রভু ইযেকিয়েলকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে আদেশ দেন, এবং তিনি তাদের বলেন যে ইস্রায়েলের গৃহের সাক্ষ্য হলো তারা মৃত, আশাহীন ও বিচ্ছিন্ন। তারা শোক করছে, যেমন করেছিলেন দানিয়েল, কারণ ১৮ জুলাই, ২০২০-এর ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীতে তারা হতাশ হয়েছে, এবং সেই অবস্থায় ইযেকিয়েলকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলা হয়।

> অতএব ভবিষ্যদ্বাণী করো এবং তাদের বলো, প্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন: দেখো, হে আমার প্রজা, আমি তোমাদের কবরগুলো খুলে দেব, তোমাদেরকে তোমাদের কবর থেকে উঠিয়ে আনব, এবং তোমাদেরকে ইস্রায়েলের দেশে নিয়ে যাব। আর হে আমার প্রজা, যখন আমি তোমাদের কবরগুলো খুলে দেব এবং তোমাদেরকে তোমাদের কবর থেকে উঠিয়ে আনব, তখন তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু। আমি আমার আত্মা তোমাদের মধ্যে স্থাপন করব, আর তোমরা বাঁচবে; এবং আমি তোমাদেরকে তোমাদের নিজস্ব দেশে স্থাপন করব। তখন তোমরা জানবে যে আমিই প্রভু এই কথা বলেছি এবং তা সম্পন্ন করেছি—প্রভু বলেন। ইজেকিয়েল ৩৭:১২-১৪।

প্রভু, যিনি মহাদূত মিখায়েল, তাদের কবরগুলো খুলে দেন; এবং প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ের দুই সাক্ষী তখন পুনরুত্থিত হয়, পবিত্র আত্মা পায় এবং উঠে দাঁড়ায়, যেমন ইজেকিয়েলের দ্বিতীয় ভাববাণীতে যখন তাদের কবর থেকে বের করে আনা হয়, তখন যারা উঠে দাঁড়ায় তাদেরকে পবিত্র আত্মা দেওয়া হয়েছিল।

> আর সাড়ে তিন দিন পর ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনদায়ী আত্মা তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করল, এবং তাঁরা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়ালেন; আর যারা তাঁদের দেখেছিল, তাদের উপর মহাভয় নেমে এলো। প্রকাশিত বাক্য ১১:১১।

সেই দুই সাক্ষীকে মোশে ও এলিয়াহ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, এবং প্রধান স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর দ্বারা মোশেও পুনরুত্থিত হয়েছিলেন।

> তবে প্রধান স্বর্গদূত মিখায়েল, যখন তিনি শয়তানের সঙ্গে মোশির দেহ বিষয়ে বিতর্ক করছিলেন, তখন তিনি তার বিরুদ্ধে নিন্দাপূর্ণ অভিযোগ আনতে সাহস করেননি; কিন্তু বলেছিলেন, ‘প্রভু তোমাকে তিরস্কার করুন।’ যিহূদা ১:৯।

মিখায়েল, রাজকুমার ও প্রধান স্বর্গদূত, তিনিই সেইজন যিনি দানিয়েল গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে এসে গাব্রিয়েলকে সাহায্য করেছিলেন, এবং পুরুষ ও নারীকে জীবিত হতে আহ্বান করে তাঁরই কণ্ঠস্বর।

> কারণ প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে এক মহা আহ্বানসহ, প্রধান স্বর্গদূতের কণ্ঠসহ এবং ঈশ্বরের তূর্যধ্বনি সহকারে অবতীর্ণ হবেন; আর খ্রীষ্টে মৃতেরা প্রথমে পুনরুত্থিত

হবে। ১ থিষলনীকীয় ৪:১৬।

দানিয়েলের তিনটি স্পর্শ তৃতীয় স্বর্গদূতের লাওদিকেয়ীয় আন্দোলন থেকে তৃতীয় স্বর্গদূতের ফিলাদেলফীয় আন্দোলনে রূপান্তরকে প্রতিনিধিত্ব করে; এবং দানিয়েল ১০ অধ্যায়ে, যে দর্শন লাওদিকিয়ার প্রতিমূর্তি থেকে ফিলাদেলফিয়ার প্রতিমূর্তিতে এই রূপান্তর সম্পন্ন করে, তা ১১ অধ্যায়ে উপস্থাপিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। সেই দর্শনকে যিহিষ্কেল তৃতীয় সর্বনাশের ইসলাম-দর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ২০১৪ সালে, রাশিয়া দ্বিতীয় প্রক্সি যুদ্ধের সূচনা করে। ২০১৫ সালে, সর্বাধিক ধনী রাষ্ট্রপতি ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা শুরু করেন।

২০২০ সালে, রিপাবলিকান শিঙের প্রতিনিধিত্বকারী সেই প্রেসিডেন্টকে অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা “ওয়োক” নাস্তিক পশু বধ করেছিল, এবং একই বছরে লাওদিকীয় প্রোটেস্ট্যান্ট শিঙটিও বধ করা হয়েছিল। ২০২৩ সালে, উভয় শিঙই আবার জীবিত হলো; উভয়েই সাতটির মধ্যে যে অষ্টম, তাতে রূপান্তর শুরু করল। একটির রূপান্তর হচ্ছে পশুর রাজনৈতিক প্রতিমূর্তিতে, যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে গির্জা ও রাষ্ট্রকে একত্র করা হচ্ছে; এবং অন্য শিঙটির রূপান্তর হচ্ছে লাওদিকিয়ার প্রতিমূর্তি থেকে খ্রিস্টের প্রতিমূর্তিতে। শীঘ্র আগত রবিবারের আইন জারি হওয়ার সময় উভয়েই উচ্চে তুলে ধরা হবে। একটিকে “আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট”—দশ রাজার মধ্যে প্রধান রাজা, যারা তাদের সপ্তম রাজ্য রোমের বেশ্যার হাতে সমর্পণ করবে—এ রূপান্তরিত করা হবে, এবং অন্যটিকে পতাকা হিসেবে তুলে ধরা হবে।

এই দুইটি পরিবর্তন সৃষ্টি করে যে দর্শন, তা হচ্ছে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত উন্মোচিত হওয়া ইতিহাস। দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের একাদশ পদটি বিশেষভাবে সেই প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত যেখানে বলা হয়েছে, ‘তোমরা যদি বিশ্বাস না করো, তবে তোমরা প্রতিষ্ঠিত হবে না’।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> বাইবেলের বিধানসমূহ দৈনন্দিন জীবনের পথপ্রদর্শক হতে হবে। খ্রিস্টের ক্রুশই হওয়া উচিত প্রধান বিষয়, যা আমাদের শেখা ও অনুশীলন করার পাঠ উদ্ঘাটন করে। সমস্ত অধ্যয়নে খ্রিস্টকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা ঈশ্বরের জ্ঞান গভীরভাবে আত্মস্থ করতে পারে এবং চরিত্রে তাঁকে প্রকাশ করতে পারে। তাঁর শ্রেষ্ঠতাই আমাদের অধ্যয়নের বিষয় হওয়া উচিত, সময়ে যেমন, তেমনি অনন্তকালেও। পুরাতন ও নতুন নিয়মে খ্রিস্টের দ্বারা উক্ত ঈশ্বরের বাক্য স্বর্গ থেকে আসা অন্ন; কিন্তু ‘বিজ্ঞান’ নামে যা প্রচলিত, তার অনেক কিছুই মানব উদ্ভাবিত নানা পদ, ভেজাল খাদ্যের মতো; তা সত্য মান্না নয়।
>
> ঈশ্বরের বাক্যে পাওয়া যায় এমন জ্ঞান, যা অসন্দিগ্ধ ও অক্ষয়—যে জ্ঞানের উৎস সসীমে নয়, বরং অসীম মনের মধ্যে। কিন্তু তাঁর বাক্যে ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছেন, তার অনেক অংশই মানুষের কাছে অন্ধকার রয়ে গেছে, কারণ সত্যের রত্নগুলি মানবজ্ঞান ও প্রথার আবর্জনার নিচে চাপা পড়ে আছে। অনেকের কাছে বাক্যের ধনভাণ্ডার গোপনই থাকে, কারণ তারা এমন আন্তরিক অধ্যবসায়ে অনুসন্ধান করেনি, যাতে সুবর্ণ বিধানগুলো শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে বোধগম্য হতো। যারা তা গ্রহণ করে তাদের শুদ্ধ করে এবং রাজকীয় পরিবারের সদস্য, স্বর্গীয় রাজার সন্তান হতে প্রস্তুত করার জন্য বাক্যকে অবশ্যই অনুসন্ধান করতে হবে।

"ঈশ্বরের বাক্যের অধ্যয়ন যেন সেই সব বইয়ের অধ্যয়নের স্থান দখল করে, যেগুলো মনকে গূঢ়বাদে ঠেলে দিয়ে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এর জীবন্ত নীতিগুলি, যদি আমাদের জীবনের সঙ্গে বোনা হয়, তবে পরীক্ষার ও প্রলোভনের সময় সেগুলোই হবে আমাদের রক্ষাকবচ; এর ঐশ্বরিক শিক্ষাই সাফল্যের একমাত্র পথ। যেহেতু প্রত্যেকে আত্মার উপরই পরীক্ষা আসে, তাই ধর্মত্যাগ ঘটবে। কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতক, হঠকারী, আত্মম্ভরী এবং নিজের ওপরই ভরসাকারী বলে প্রমাণিত হবে, এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিশ্বাসের জাহাজডুবি ঘটাবে। কেন? কারণ তারা 'ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রত্যেকটি বাক্য বের হয়' সেই অনুসারে জীবনযাপন করেনি। তারা গভীরে খুঁড়ে তাদের ভিত্তি পোক্ত করেনি।"

"প্রভুর নির্বাচিত দূতদের মাধ্যমে তাঁর বাক্য যখন তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়, তারা গুঞ্জন করে এবং মনে করে যে পথটি অতিরিক্ত সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। যোহনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা কিছু লোকের কথা পড়ি, যাদের খ্রিস্টের শিষ্য মনে করা হয়েছিল, কিন্তু যখন তাদের সামনে সুস্পষ্ট সত্য উপস্থাপন করা হলো, তারা অসন্তুষ্ট হয়ে আর তাঁর সঙ্গে চলল না। অনুরূপভাবে এই অগভীর শিক্ষার্থীরাও খ্রিস্টের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।" টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৬, ১৩২।